কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 15 JUN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আশুলিয়ার নাইটিঙ্গেল মেডিক্যাল কলেজ

বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ শিক্ষার্থী-পুলিশ সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার (ঢাকা) ▷ পরিচালনায় সরকারি নীতিমালা না মানার অভিযোগে কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা আশুলিয়ার নাইটিঙ্গেল মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ভোরে শিল্পাঞ্চলের গোরাটে কলেজ ক্যাম্পাসসংলগ্ন এলাকায় এ সংঘর্ষে আহত হয়েছে পুলিশ, শিক্ষার্থীসহ অন্তত ২০ জন। পরে পুলিশ সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে ক্যাম্পাস থেকে আন্দোলনকারী সব শিক্ষার্থীকে বের করে দেয়। দুই দিন ধরে অবরুদ্ধ করে রাখা প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হুমায়ুন জামান চৌধুরীকেও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মেডিক্যাল কলেজের কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশের খবরের পর গত রবিবার থেকে বিক্ষোভ করছিল প্রতিষ্ঠানটির তিন শতাধিক শিক্ষার্থী।

রবিবার নাইটিঙ্গেল মেডিক্যাল কলেজসহ তিনটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ সাময়িকভাবে বন্ধের নির্দেশ দেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। সূত্র জানায়, এ নির্দেশের ফলে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে কলেজটিতে পড়তে আসা ভিন দেশ বিশেষ করে ভারত ও নেপাল থেকে আসা শিক্ষার্থীরা। ক্যাম্পাস খালি করে দেওয়ায় এখন তারা কোথায় যাবে, এ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে। তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়েও ক্ষুব্ধ বিদেশি শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে, হাসপাতালের ইনডোর বা আউটডোরে কোনো রোগী নেই। সরকারি কোনো মন্ত্রণালয় থেকে কোনো কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনে (ভিজিট) এলে ভাড়া করে রোগী আনা হয়। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য সরকারের কাছে তারা সমাধান চায়। এর মধ্যে সরকার মেডিক্যাল কলেজটির কার্যক্রম সাময়িক বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে রবিবার রাতেই বিক্ষোভে নামে শিক্ষার্থীরা। সোমবার প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হুমায়ুন জামান চৌধুরী এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ক্যাম্পাসে যান। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাজীবনের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ এনে তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখে।

আশুলিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আকবর আলী বলেন, সোমবার প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেও তাদের আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করতে পারেননি। রাতভর টানটান উত্তেজনা ও বিক্ষোভের মধ্যে গতকাল ভোর ৫টার দিকে পুলিশ সাঁড়াশি অভিযানে নামলে সংঘর্ষ বেধে যায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে। এতে শিক্ষার্থী, পুলিশসহ আহত হয় অন্তত ২০ জন। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা এ সময় ব্যাপক ভাঙচুর চালায় কলেজটিতে। অভিযানে আন্দোলনে থাকা সব শিক্ষার্থীকে বের করে দিয়ে খালি করা হয় ক্যাম্পাস।

প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হুমায়ুন জামান চৌধুরী জানান, এখনো মন্ত্রাণালয়ের কোনো লিখিত নির্দেশনা তিনি পাননি। তাই কী কারণে এ ধরনের নির্দেশনা দেওয়া হলো বিষয়টি তাঁরা দেখে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করবেন।

পরিদর্শক (তদন্ত) আকবর আলী আরো বলেন, গতকাল ভোরে পুলিশ অবরুদ্ধ হুমায়ুন জামান চৌধুরীকে উদ্ধার করতে গেলে শিক্ষার্থীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি, কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে ও লাঠিপেটা করে।

শিক্ষার্থীদের ইটপাটকেলে থানার ওসি মহসিনুল কাদির আহত হন। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে কলেজ ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সকাল থেকে শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যেতে দেখা গেছে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, পুলিশ ভোরে কলেজ ক্যাম্পাসের মূল ফটক ভেঙে ভেতরে ঢুকে তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে ১৫-২০ শিক্ষার্থী আহত হয়।

হুমায়ুন জামান চৌধুরী সংঘর্ষের ঘটনা স্বীকার করে বলেন, ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে এ ঘটনার সূত্রপাত।